যুগান্তর

তারিখ ... 5 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৮ ...

মামলার জালে ইউজিসি

মুসতাক আহমদ

মামলার জালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিভিন্ন পাবলিক, প্রাইভেট এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দেশীয় শাখার দায়ের করা শতাধিক মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করছে সরকারের এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা এ সনদ ব্যবসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ আর নানা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বেশির ভাগ মামলা খেয়েছে। এ ছাড়া অন্যের অন্যায়ের উটকো ঝামেলাও পড়েছে এর ওপর। আর এসব মামলা মোকাবেলা করতে প্রতিষ্ঠানটির অযথাই লাখ লাখ টাকা গচ্চা যাচ্ছে। সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে দেশের উচ্চশিক্ষার অ্যাপেক্সবডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এ প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী যদিও উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা সরকারের অর্থ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বণ্টন করা এর প্রধান কাজ। কিন্তু ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের পর ওইসব প্রতিষ্ঠানের তদারকিও করছে তারা। এর বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম এ দেশে পরিচালনার কারণে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখাই প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউজিসির বিরুদ্ধে বর্তমানে শতাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে লিগ্যাল নোটিস পাঠানোর পর্যায়ে রয়েছে অর্ধশতাধিক মামলা। মামলাগুলোর প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বেশকিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দায়েরকৃত মামলা। আবার কিছু মামলা যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব তাদের দুই পক্ষের সৃষ্ট জটিলতা থেকে উদ্ভূত এবং অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের বিরুদ্ধে কেবল নোটিশ দেয়ার কারণে। এ ক্ষেত্রে বেশ ইউজিসি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ইউজিসি : মামলার জালে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কয়েকটি মামলা অবৈধভাবে ক্রাউটার ক্যাম্পাস, অবৈধ কোর্স পরিচালনা, অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে রয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে নোটিশ দেয়ায় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মামলা ঠুকে দেয়। ইউজিসির এক কর্মকর্তা জানান, প্রথম ধরনের মামলার ক্ষেত্রে ইউজিসির করণীয় কিছু থাকে না। কারণ হিসেবে বলা হয়, প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ অধ্যাদেশবলে চলে। এ কারণে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সর্বশেষ জোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির ঘটনায় মামলায় ইউজিসিকে পক্ষ করা হয়। সূত্র জানায়, এরপরও পদাধিকারবলে ইউজিসি মামলার পক্ষ থাকায় প্যানেল উকিলের মাধ্যমে অংশ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ইউজিসি আদালতকে কেবল তাদের লিগ্যাল অবস্থান জানিয়ে থাকেন। ফলে মামলা চলে বিশ্ববিদ্যালয় আর সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মধ্যে। দ্বিতীয় ধরনের মামলার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মালিকানা দ্বন্দ্বে জর্জরিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দু'পক্ষ। এতেও অযথাই পদাধিকারবলে ইউজিসিকে পক্ষ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও এ ধরনের মামলায় ইউজিসির কিছু করার থাকে না বলে কর্মকর্তারা জানান। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায়, মালিকানা সংক্রান্ত নানা দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্য ইউজিসি একাধিক কমিটি গঠন করে। কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। এরপর এতদ্বারা চলতে থাকে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে জনগণের উপকার তেমন হয় না। মামলায় স্টে অর্ডার নিয়ে বা মামলার নানা ফাঁদ তৈরি করে পক্ষগুলো বাণিজ্য চালিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে নাজমুল ইসলাম ইউনিভার্সিটির সারাদেশে বাণিজ্য, প্রাইম ইউনিভার্সিটির বাণিজ্য, স্বতীশ শীপস্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইবাইন ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি রয়েছে। এরা অনেকেই মামলার ফাঁদ তৈরি করে পরে ইচ্ছামতো ক্যাম্পাস খুলে সনদ বাণিজ্য করতে থাকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই প্রক্রিয়ায় বর্তমানেও সনদ বাণিজ্য ঠিকই চলতে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা মাঝখানে ক্ষতিগ্রস্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সনদ আর কাজে আসে না। সর্বশেষ নাজমুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে সনদ নিয়ে করা বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসায় লাইব্রেরিয়ানের চাকরি নিয়েছেন, তাদের এখনও দেয়ার জন্য বিবেচনায় নেয়া হয়নি। প্রাইম ইউনিভার্সিটিও সম্প্রতি এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি (!) দিচ্ছে যে, তাদের সনদও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়িত হচ্ছে না। সম্প্রতি দেশের একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটি অবশ্য দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে নোটিশ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার ক্ষেত্রে যে তৃতীয় ধরনের মামলার পাকে পড়ে ইউজিসি, সে ক্ষেত্রে অবশ্য তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সূত্র জানায়, এ ক্ষেত্রে ইউজিসির লিগ্যাল সেল মামলার প্রতিবিধি পর্যালোচনাসহ মামলার শেষ রায় হওয়া পর্যন্ত আদালতে অংশ নেয়। এ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ইউজিসি তথা সরকারের পক্ষে রায় পাওয়ার রেকর্ডও রয়েছে। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের মামলার মধ্যে ২০০৩ সালে হাইকোর্টে অনুমোদন প্রাপ্ত ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইউআইটিএম) ২০০৬ সাল থেকে রাজশাহী ও চট্টগ্রামে অবৈধভাবে ক্রাউটার ক্যাম্পাস বাণিজ্য বন্ধের নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে করা মামলা, ২০১১ সালের বিদেশী চাকরির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাণিজ্যের কারণে জনস্বার্থে করা এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের ওভারসিজ ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনিটর করতে নির্দেশনা ও চূড়ান্তভাবে ওই মামলায় সরকারের জয়লাভ এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশী চাকরির এতদ্দেশী অব ইউসিপ লা' তুয়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হওয়া, জরিমানা ও আরও ৫টি অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আদালত বন্ধের নির্দেশ দেন। অবশ্য বর্তমানে আদালতে এটির মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এভাবে তুয়া পার্ল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে মামলা, তুয়া ডিগ্রি প্রদানকারী আমেরিকান ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে মামলা, তুয়া ডিগ্রি প্রদানকারী সিইডিএসের বিরুদ্ধে মামলা, নাজমুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওলিয়া ক্যাম্পাসের মামলায় ইউজিসি জয়লাভ করে। ইউজিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার মধ্যে বিজিবি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নবার্স বিশ্ববিদ্যালয় ও আমবান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাউটার ক্যাম্পাস সম্পর্কিত মামলাগুলো আদালতে চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। একইভাবে নাজমুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ১৫টি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য : জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ইউজিসি যেসব মামলার মুখোমুখি তার বেশির ভাগই মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে গিয়ে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের নামে অপকর্ম করে। নোটিশ দেয়ায় তারা মামলা ঠুকে দেয়। এ ক্ষেত্রে দুঃখজনক হল, অপকর্মকারীরা সরকারের চিঠি নিয়ে আদালতে গিয়ে স্থিতাবস্থা নিয়ে এসে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে সরকারের দেয়া চিঠি নিয়ে যখন কেউ বিচার চায়, তখন আইন তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। কিন্তু এতে দেশ ও জাতির কোন উপকার হচ্ছে না। বরং ইউজিসি ও শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাতি বাধাগ্রস্ত হয়।

তিনি বলেন, অপরাধীরা মামলা দেয় মূলত দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ করে অন্যায় চালিয়ে যেতে। আইন ও আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় এ ক্ষেত্রে তখন আর কিছু করার থাকে না। তখন চেয়ে চেয়ে অনৈতিক আর অন্যায় দেখতে হয়। তিনি বলেন, একসময়ে ইউজিসি মামলায় হারত, তবে এখন সব মামলা যথাযথ নজরদারিতে রয়েছে।